**ভারত সাঁচার নিগম লিমিটেড।**

**বনাম**

**শ্রী দেও কুমার রায় @দেও কুমার রায়**

**(দেওয়ানি আপিল নম্বর। 7707-7708 2021)**

**14ই ডিসেম্বর, 2021**

**[ আর. সুভাষ রেড্ডি এবং হৃষিকেশ রয়, জেজে।]**

নৈমিত্তিক শ্রমিক (অস্থায়ী মর্যাদা প্রদান এবং নিয়মিতকরণ) টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্প, 1989-নিয়মিতকরণ-নৈমিত্তিক শ্রমিক-অস্থায়ী সম্মেলন পরিষেবার নথি যাচাইয়ের জন্য গঠিত স্ট্যাটাস কমিটিতে দেখা গেছে যে, উত্তরদাতা যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেননি-উত্তরদাতার দ্বারা চ্যালেঞ্জ-কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা খারিজ হওয়া পিটিশনগুলি। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-হাইকোর্টের আদেশ বাতিল, মামলাটি নতুন বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে-ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিয়েছে নিয়মিতকরণ-আপিলকারীর দায়ের করা রিট পিটিশন, হাইকোর্ট দ্বারা খারিজ-রিভিউ পিটিশন-খারিজ-আপিলের উপর, রায় দেওয়া হয়েছেঃ হাইকোর্ট এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ বিবাদীকে সমর্থন করা কমিটির নথিভুক্ত তথ্যগত অনুসন্ধানের বিপরীত-কমিটির প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে বিবাদী তার দাবির সমর্থনে মূল নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে -

অননুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল এবং এই ধরনের নথির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি-- উত্তরদাতাকে একটি নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার বছরে 240 দিনের জন্য নিযুক্ত থাকতে হত, তবে তিনি একটি ক্যালেন্ডার বছরে সর্বোচ্চ 38 দিন কাজ করেছিলেন এবং অযোগ্য ছিলেন-উপরন্তু, বেশ কয়েকটি ক্যালেন্ডার বছর জুড়ে এফ ছড়িয়ে দেওয়ার সময়কাল (এবং প্রকল্পের অধীনে বাধ্যতামূলক হিসাবে এক বছর নয়) সেই বছরগুলিতে পরিষেবার ফাঁকগুলিকে কৃত্রিম বিরতি হিসাবে বিবেচনা করে গ্রহণ করা যেত না-বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয়-প্রশাসনিক ট্রাইবুনেল আইন, 1985 - এস. 22 (3)।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

বনাম ।।। নৈমিত্তিক শ্রমিকদের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য (অস্থায়ী মর্যাদা প্রদান এবং নিয়মিতকরণ) টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রকল্প, 1989, উত্তরদাতার জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন ছিল যে তিনি এই প্রকল্পের অধীনে নির্ধারিত এইচ যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছেন এবং কাজ করেছেন।

দেও কুমার রায়

12 মাসে কমপক্ষে 240 দিনের জন্য। কমিটি 'এ "স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করেছে যে, উত্তরদাতা' আইডি। থেকে আইডি2"-এর মধ্যে 12টি ক্যালেন্ডার মাসে সর্বোচ্চ 38 দিন পূর্ণ করেছেন এবং আবেদনকারী টেলিযোগাযোগ বিভাগের নৈমিত্তিক শ্রমিক (অস্থায়ী মর্যাদা এবং নিয়মিতকরণের অনুমোদন) প্রকল্পের বিধান অনুসারে অস্থায়ী মর্যাদা প্রদানের অধিকারী নন। 1989. " যদিও কমিটির এই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তটি ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট উভয়ই উল্লেখ করেছে, উত্তরদাতার জন্য আশ্চর্যজনকভাবে নিয়মিতকরণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বিপরীত সিদ্ধান্তের জন্য, ট্রাইব্যুনাল কোনও তদন্ত করেনি বা কোনও প্রমাণ রেকর্ড করেনি, হাইকোর্টের 19.3.2013 তারিখের রিমান্ড আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। কোনও বস্তুগত ভিত্তি ছাড়াই সি উপসংহার টানা হয়। হাইকোর্ট এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উত্তরদাতার পক্ষে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা 29.8.2005-এ কমিটির নথিভুক্ত তথ্যগত ফলাফলের বিপরীত। কমিটির প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে আবেদনকারী সমর্থন করার জন্য মূল রেকর্ড তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার দাবি। কমিটি আরও উল্লেখ করেছে যে শংসাপত্রগুলি অননুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা জারি করা হয়েছিল এবং এর সত্যতা এই ধরনের নথি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। [ অনুচ্ছেদ 16,18 এবং 19] [888-এফ-জি; 889-ডি-জি]

1.2 1989 সালের পরিকল্পনার 5 (আই) ধারা নির্ধারিত করেছে নৈমিত্তিক কর্মীদের অস্থায়ী মর্যাদা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা। ধারাটি স্পষ্ট করে দেয় যে আবেদনকারীকে একটি নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার বছরে 240 দিনের জন্য নিযুক্ত থাকতে হবে। দ কমিটির অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, উত্তরদাতা একটি ক্যালেন্ডার বছরে সর্বোচ্চ 38 দিন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অযোগ্য ছিলেন। ট্রাইব্যুনাল তার আদেশে (25.8.2015) উমা দেবীর রায় এফ-এর উপর নির্ভর করে 1989 থেকে 1998 সালের মধ্যে 240 দিনের নিয়োগ গণনা করার জন্য চাকরির সময়কাল বিবেচনা করে। তবে, যোগ্যতা বিবেচনা করার এই পদ্ধতিটি উমা দেবীর অনুপাত থেকে সমর্থন পায় না। উক্ত রায়ের অনুপাত অনিয়মিত নিয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, যা এই ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। বিষয়। উপরন্তু, অনুপাতটি নৈমিত্তিক কর্মীদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য দশ বছরের পরিষেবার মাপকাঠি নির্ধারণ করে না, যেমনটি ট্রাইব্যুনাল বুঝতে পেরেছে। এইভাবে, বেশ কয়েকটি ক্যালেন্ডার বছর জুড়ে (এবং প্রকল্পের অধীনে বাধ্যতামূলক হিসাবে এক বছর নয়) ব্যস্ততার সময়কাল বিস্তৃত হতে পারে না।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

সেই বছরগুলিতে পরিষেবার ফাঁকগুলিকে 'কৃত্রিম বিরতি' হিসাবে বিবেচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য। গণনার এই পদ্ধতিটি উমা দেবীর আদেশের পাশাপাশি উত্তরদাতাকে পরিচালিত নির্ধারিত মানদণ্ডের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এটিও দেখা যায় যে ট্রাইব্যুনাল তার আদেশে (22.01.2010), অন্যান্য আবেদনকারীদের মধ্যে উত্তরদাতার নিয়মিতকরণের দাবি খারিজ করার সময়, স্বীকারোক্তিটি উল্লেখ করেছিল যাতে তারা কোনও বছরে 240 দিনের বাগদানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি। অবশেষে বলা হয় যে, আবেদনকারীরা কমিটির অনুসন্ধানে কোনও দুর্বলতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ট্রাইব্যুনালের উপরোক্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করে হাইকোর্ট তাকে রিমান্ডে নেয়। হাইকোর্টের 31.5.2018 এবং সি 4.6.2019 তারিখের বিতর্কিত রায় এবং টি. এ. নং. 30/2009-এ ট্রাইব্যুনালের 25.8.2015 তারিখের আদেশও টেকসই নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী এগুলি আলাদা করে রাখা হয় এবং বাতিল করা হয়। [ পারস 20-23] [889-জি-এইচ; 890-বি-ডি]

সচিব, কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্যরা। বনাম উমাদেবী ও ওরস। ( 2006 ) 4 এস. সি. সি 1: [ 2006 ] 3 এস. সি. আর 953-উল্লিখিত

মামলা আইনের রেফারেন্স

[ 2006 ] 3 এস. সি. আর 953 উল্লেখ করা অনুচ্ছেদ ॥

সিভিল অ্যাপেললেট জুরিশনঃ দেওয়ানি আপিল নং। 7707-

7708 2021 সাল থেকে। 2017 সালের ডব্লিউপি (সি) No.991-এ গুয়াহাটি হাইকোর্টের (অসম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশের হাইকোর্ট) 31.05.2018 তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

দীনেশ অগ্নানি, সিনিয়র অ্যাড. , পীযূষ শর্মা, শ্রীমতি লীনা টুটেজা, আইনজীবীরা।

আবেদনকারীর জন্য। সুরেন্দ্র পাত্র, রাম কিশোর চৌধুরী, শ্রীমতি তরুণা কান্ত
সামন্তরে, শ্রীমতী কিরণ মাহাতো, ভেলাস্রী এস., শ্রীমতী বেবি দেবী বোনিয়া, শ্রীমতী সালোনি সরন, রবিন খোখার, আইনজীবীরা। উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় দিয়েছেন হৃষিকেশ রায়, জে।

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

দেও কুমার রায় [হৃষিকেশ রায়, জে।]

2. শুনলেন জনাব দীনেশ অগ্নানি, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র কাউন্সেল এ। এছাড়াও উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সুরেন্দ্র পাত্রের (কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইবুনেলের সামনে মূল আবেদনকারী (সংক্ষেপে "ট্রাইবুনেল")) বক্তব্য শুনেছেন।

, 3. এখানে চ্যালেঞ্জটি হল 31.5.2018 তারিখের রায় এবং আদেশের জন্য, যার অধীনে গুয়াহাটি হাইকোর্ট আপিলকারীর দায়ের করা রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং 991/বি 2017-তে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত আদেশকে বহাল রাখে। 25.8.2015 এবং বিভাগের নৈমিত্তিক শ্রমিক (অস্থায়ী মর্যাদা এবং নিয়মিতকরণের অনুদান) প্রকল্পের অধীনে উত্তরদাতাকে অস্থায়ী মর্যাদা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিল টেলিযোগাযোগ, 1989 (এরপরে 1989 হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) স্কিম ")। আবেদনকারী 4.6.2019 তারিখের আদেশেও আপত্তি জানিয়েছেন যার দ্বারা গুয়াহাটি হাইকোর্ট 31.5.2018 তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন 59/2019 প্রত্যাখ্যান করেছে।

4. 1989 সালের প্রকল্পের অধীনে, বি. এস. এন. এল-এ কাজ করা নৈমিত্তিক শ্রমিকরা যারা এই প্রকল্পটি কার্যকর হওয়ার দিন অর্থাৎ <আই. ডি. ।>-এ কাজ করছেন এবং যারা কমপক্ষে এক বছরের জন্য অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান করেছেন এবং এই এক বছরের সময়কালের মধ্যে যারা কমপক্ষে 240 দিন ধরে নিযুক্ত রয়েছেন, তারা অস্থায়ী মর্যাদা প্রদানের অধিকারী। অস্থায়ী মর্যাদার সুরক্ষার জন্য নৈমিত্তিক শ্রমিকদের ইউনিয়ন নৈমিত্তিক শ্রমিকদের পক্ষে আন্দোলন করছিল। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য, 1989 সালের প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাওয়ার জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড কে পূরণ করে তা নির্ধারণের জন্য নৈমিত্তিক শ্রমিকদের রেকর্ড যাচাই করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

5. এখানে উত্তরদাতা কমিটির সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন 1989 সালে 4 দিন; 1992 সালে 29 দিন; 1993 সালে 17 দিন; 1994 সালে 38 দিন; 1995 সালে 38 দিন; 1996 সালে 34 দিন; 1997 সালে 37 দিন এবং 1998 সালে 17 দিন, যা বছরের প্রয়োজনীয় 240 দিনের তুলনায় অনেক কম। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অস্থায়ী মর্যাদার দাবির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট বছরে 1995 (239 দিন), 1996 (240 দিন), 1997 (250 দিন), 1998 (89 দিন) থেকে অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য চুক্তির দাবি করা হয়েছিল কিন্তু উত্তরদাতা কমিটির সামনে কোনও মূল নথি পেশ করতে ব্যর্থ হন।

। 6. পরিষেবার রেকর্ডগুলি যাচাই করার পরে, কমিটি তার আইডি৷ তারিখের প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ করেছে যে উত্তরদাতা যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেননি কারণ তিনি 12 ক্যালেন্ডার মাসে "240 দিন" সম্পন্ন করেননি। কমিটির সামনে, বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত

একজন দাবি করেন যে, বি. এস. এন. এল-এর কোনও আধিকারিকের দ্বারা বিবাদীদের উপর নির্ভর করা শংসাপত্রগুলির ফটোস্ট্যাট কপি কখনও জারি করা হয়নি।কমিটির চূড়ান্ত ফলাফলের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিচে তুলে ধরা হলোঃ - " উপরের প্রমাণ এবং প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি জানতে পেরেছে যে আবেদনকারী শ্রী দেও কুমার রাই 12টি ক্যালেন্ডার মাসে সর্বোচ্চ 38 দিন পূর্ণ করেছেন। 31.12.1995 এবং সেই হিসাবে আবেদনকারী 1989 সালের প্রকল্পের বিধান অনুসারে অস্থায়ী মর্যাদা প্রদানের অধিকারী নন।

7. কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে উচ্চ আদালতে প্রতিবাদী দ্বারা সি 2006-এর রিট পিটিশন (সি) No.2158 দাখিল করে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যা 8.4.2009-এ ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং পিটিশনটিকে টিএ নং. 30/2009 হিসাবে নম্বর দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপ মামলাগুলি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অনুরূপভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সাধারণ আদেশে (22.1.2010) ট্রাইব্যুনাল কমিটির উপসংহারে যুক্ত হয়েছিল এবং মতামত দিয়েছিল যে যেহেতু কমিটি উভয় পক্ষের দ্বারা তার সামনে রাখা সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ বিবেচনা করেছে, তাই আবেদনকারীরা অস্থায়ী ডি মর্যাদা দাবি করার জন্য কোনও মামলা তৈরি করে না এবং তদনুসারে টিএ এবং সম্পর্কিত পিটিশনগুলি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা 22.1.2010-এ খারিজ করা হয়েছিল।

8. যখন এটিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, তখন হাইকোর্ট তার সাধা রিট পিটিশন (সি) নং 2945/2011-এ 19.3.2013 তারিখের আদেশে ট্রাইবুনেলের আদেশ বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি নতুন করে ই-বিচারের জন্য ট্রাইবুনেলে ফেরত পাঠানো হয়। রিমান্ডের আদেশে, হাইকোর্ট উল্লেখ করেছে যে আবেদনকারী এবং বিভাগের সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী তথ্যগত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে (প্রকল্পের আওতায় সুবিধাগুলির অধিকার সম্পর্কে), প্রশাসনিক ট্রাইবুনেল আইন, 1985 (সংক্ষেপে)-এর ধারা 22 (3)-এর অধীনে অনুমোদিত হিসাবে পক্ষগুলির প্রমাণ রেকর্ড করতে হবে। "1985 সালের আইন")। তদনুসারে, পক্ষগুলির প্রমাণ রেকর্ড করে ইস্যুটির নতুন বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

9. উপরেরটি অনুসরণ করে, ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে, কমিটির তারিখ 29.8.2005-এর প্রতিবেদনটি আরও একবার পর্যালোচনার মাধ্যমে, এবং উল্লেখ করে যে G.M.T.D-এর অফিস থেকে যাচাই করা প্রকৃত রেকর্ড অনুযায়ী। জি কামরূপ, আবেদনকারী 1989 সালে 4 দিন; 1992 সালে 29 দিন; 1993 সালে 17 দিন; 1994 সালে 38 দিন; 1995 সালে 38 দিন; 1996 সালে 34 দিন; 1997 সালে 37 দিন এবং 1998 সালে 17 দিনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন। আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত শংসাপত্রের ফটোকপির পাশে বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে আবেদনকারীকে 1989 থেকে 1998 সাল পর্যন্ত কিছু কৃত্রিম বিরতি দিয়ে কাজ করানো হয়েছিল। এই ধরনের রহস্যময় পর্যবেক্ষণ এবং আর কোনও প্রমাণ ছাড়াই

দেও কুমার রায় [হৃষিকেশ রায়, জে।]

অথবা উপাদান হিসাবে, ট্রাইব্যুনাল টিএ নম্বর 30/2009-এ এ 25.8.2015-এ আবেদনকারীর পক্ষে একটি আদেশ জারি করে।

10. ট্রাইব্যুনালের আদেশকে আপিলকারী ডাব্লুপি (সি) নং 991/2017 দাখিল করে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যেখানে একটি নির্দিষ্ট আবেদন উত্থাপিত হয়েছিল যে ট্রাইব্যুনাল রিমান্ডে হাইকোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে 1985 সালের আইনের 22 (3) ধারার অধীনে পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯.৩.২০১৩)।

11. বিভাগ আবারও হাইকোর্টের সামনে যুক্তি দেয় যেবিবাদী ১২ মাসে ২৪০ দিন কাজ করার যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেন না এবং তিনি জালসার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করেছিলেনযা সরকারী রেকর্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং অন্যথায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোনও প্রমাণ রেকর্ড না করে, ট্রাইব্যুনাল একটি সিদ্ধান্ত রেকর্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

যা কোনও গ্রহণযোগ্য উপাদান দ্বারা সমর্থিত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, বিপরীত থেকে সমর্থন পাওয়ার জন্য একটি ভুলউপসংহার টানা হয়েছিলকমিটি কর্তৃক টানা উপসংহার, যা স্পষ্টভাবে বলেছিল যেআবেদনকারী অস্থায়ী মর্যাদার অধিকার থেকে বঞ্চিত, কারণ কমিটি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তাতে বলা হয়েছে যে 1989 সালের প্রকল্পের বিধান অনুযায়ী আবেদনকারী অস্থায়ী মর্যাদার অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিভাগটি কর্ণাটক এবং অন্যান্য রাজ্যের সচিবের এই আদালত ডএর সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছিল। বনাম উমাদেবী ও ওরস। ' 1989 সালের প্রকল্পের ভিত্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রকল্পের অধীনে কোনও ত্রাণ দাবি করা যাবে না বলে দাবি করা।
12. হাইকোর্ট 31.5.2018 তারিখের বিতর্কিত রায়ের অধীনে বিএসএনএল-এর দায়ের করা রিট পিটিশন খারিজ করে দেয়, যেখানে আদালত ই আবেদনকারীর দ্বারা উপস্থাপিত নথির জেরক্স অনুলিপিগুলিতে ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে সেই নথিগুলির সত্যতা বিভাগ দ্বারা বিতর্কিত হয়নি। এই ধরনের সিদ্ধান্তের সাথে সাথে, উত্তরদাতার পক্ষে 25.8.2015 তারিখের ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রাখা হয় এবং রিট পিটিশনটি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণের সাথে খারিজ করা হয়ঃ - " **** **** **** **** এফ বিতর্কিত রায় এবং তারিখের 25/08/2015 আদেশের মাধ্যমে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল 1989 থেকে 1998 সাল পর্যন্ত বিভাগের অধীনে 240 দিনেরও বেশি সময় ধরে আবেদনকারী কাজ করেছেন বলে সুনির্দিষ্ট তথ্য নথিভুক্ত করে উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদনের অনুমতি দিয়েছিল। এই ধরনের তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছি দ্বারা জমা দেওয়া 29/08/2005 তারিখের প্রতিবেদন বিবেচনা করে " এসডিই/জেটিও দ্বারা উপস্থাপিত ডকুমেন্টারি প্রমাণের পাশাপাশি এই জাতীয় বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য বিভাগ দ্বারা গঠিত দায়িত্বশীল কমিটি।

1 ( 2006 ) 4 এসসিসি।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী সক্ষম হননি এমন যে কোনও উপাদানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যা লার্ড ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নথিভুক্ত প্রকৃত অনুসন্ধানকে সরিয়ে দেবে। "

13. এরপরে, হাইকোর্ট 4.6.2019 তারিখের আদেশের মাধ্যমে আপিলকারীর দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনটি খারিজ করে দেয় এবং এই আদেশটিও এই মামলায় চ্যালেঞ্জের অধীনে রয়েছে।

14. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী দীনেশ অগ্গানি উল্লেখ করেছেন যে ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট উভয়ই এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে 1989 সালের প্রকল্পটি অস্থায়ী কর্মীদের অস্থায়ী মর্যাদা প্রদানের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে এককালীন ব্যবস্থা হিসাবে তৈরি করা হয়েছে এবং উত্তরদাতা 12 মাসে 240 দিন কাজ করেননি এবং সুতরাং এই প্রকল্পের অধীনে যে কোনও সুবিধার জন্য অযোগ্য। উপরন্তু, উপযুক্ত কমিটির এই সিদ্ধান্তের কারণে, ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্টের পক্ষে কোনও প্রমাণ নথিভুক্ত না করে বা কোনও গ্রহণযোগ্য উপাদানের সাথে যুক্ত না করে, উত্তরদাতার পক্ষে ভুল তথ্যগত সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না, যদিও হাইকোর্ট দ্বারা ডি নির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যখন এটি নতুন করে বিচারের জন্য মামলাটি ট্রাইবুনেলে ফেরত পাঠায়। বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে নথির ফটোস্ট্যাট কপি আবেদনকারী কর্তৃক উপস্থাপিত নথি বিভাগীয় নথির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং তাই নির্ভরযোগ্য নথির জেরক্স অনুলিপিগুলির সত্যতা নির্ধারণের জন্য কোনও প্রমাণ রেকর্ড না করে, না ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে আসতে পারত যে আবেদনকারী এই প্রকল্পের আওতায় যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছেন।

. 15. বিপরীতে, উত্তরদাতার বিদ্বান আইনজীবী শ্রী সুরেন্দ্র পাত্র যুক্তি দেখান যে, উত্তরদাতা 1989 সালের প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে মামলা করছেন এবং তারপর থেকে ট্রাইব্যুনাল, সেইসাথে হাইকোর্ট তাঁর পক্ষে স্বস্তি দিয়েছে, এই আদালতের হস্তক্ষেপ যোগ্য নয়।

. 16. 1989 সালের প্রকল্পের সুবিধা সুরক্ষিত করার জন্য, উত্তরদাতার পক্ষে এটি প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন ছিল যে তিনি এই প্রকল্পের অধীনে নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করেছেন এবং কমপক্ষে 240 জনের জন্য কাজ করেছেন। 12 মাসে জি দিন। সত্যিকারের বিতর্কের সমাধানের জন্য, হাইকোর্ট তার আগের রাউন্ডে বিষয়টি রিমান্ডে নেওয়ার সময় ট্রাইব্যুনালকে প্রমাণ রেকর্ড করার নির্দেশ দেয়। যাইহোক, 25.8.2015 তারিখের ট্রাইব্যুনালের আদেশ দেখায় যে উত্তরদাতার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র ভিত্তি ছিল 29.8.2005 তারিখের কমিটির প্রতিবেদন/কার্যধারা। কমিটি

তবে রেকর্ড যাচাইয়ের পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উত্তরদাতা 'ক' 12টি ক্যালেন্ডার মাসে 'আইডি2' থেকে 'আইডি'-এর মধ্যে সর্বোচ্চ 38 দিন পূর্ণ করেছেন এবং এই কারণে তিনি এই প্রকল্পের অধীনে অস্থায়ী মর্যাদার জন্য বঞ্চিত। তবুও, কমিটির নির্দিষ্ট রেকর্ডিংকে ভুলভাবে পড়ে এবং বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির কোনও ভিত্তি ছাড়াই ট্রাইব্যুনাল গোপনে পর্যবেক্ষণ করেছে যে আবেদনকারীকে কৃত্রিম বিরতি দিয়ে কাজ করানো হয়েছিল। 1989 থেকে 1998 সাল পর্যন্ত এবং সেই ভিত্তিতে, উত্তরদাতাকে ত্রাণ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল কখনই বাস্তবতা নির্ধারণের জন্য কোনও প্রমাণ নথিভুক্ত করেনি। বিতর্ক এবং পরিবর্তে 1989 থেকে 1998 সাল পর্যন্ত 10 বছরের মধ্যে উত্তরদাতার পরিষেবাকে 12 ক্যালেন্ডার মাসে 240 দিনের পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা গণনা করার জন্য ভুলভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

17। ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টের ভুল সিদ্ধান্তকে অর্থাৎ কমিটির দেওয়া সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য আপিলকারীর দায়ের করা পুনর্বিবেচনার আবেদনটি সংক্ষিপ্তভাবে খারিজ করে দেওয়া হয়। অধিকন্তু, যদিও এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে ফলাফলটি নথিভুক্ত বিষয়বস্তুর বিপরীত, তবে ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট উভয়ই প্রতিবেদনটি বিবেচনা করেছে এবং আবেদনকারীকে ডি-র ছাড় দিয়েছে এই পর্যবেক্ষণের সাথে এটিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। তদনুসারে রিভিউ পিটিশনটি 4.6.2019-এ খারিজ হয়ে যায়।

18. কমিটি আগে যেমন উল্লেখ করেছে যে, উত্তরদাতা "12টি ক্যালেন্ডার মাসে 1.1.1995 থেকে 31.12.1995-এর মধ্যে সর্বোচ্চ 38 দিন পূর্ণ করেছেন এবং আবেদনকারী এইভাবে নন। 1989 সালের টেলিযোগাযোগ বিভাগের নৈমিত্তিক শ্রমিক (অস্থায়ী মর্যাদা এবং নিয়মিতকরণের অনুদান) প্রকল্পের বিধান অনুসারে অস্থায়ী মর্যাদা প্রদানের অধিকারী। যদিও কমিটির এই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তটি ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট উভয়ই উল্লেখ করেছিল, তবুও বিস্ময়করভাবে উত্তরদাতার জন্য নিয়মিতকরণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বিপরীত সিদ্ধান্তের জন্য, ট্রাইব্যুনাল কোনও তদন্ত করেনি বা কোনও প্রমাণ রেকর্ড করেনি, হাইকোর্টের 19.3.2013 তারিখের রিমান্ড আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই দেখা যায় যে, কোনও বস্তুগত ভিত্তি ছাড়াই উপসংহার টানা হয়।

19. উপরের পরিস্থিতিতে, আমরা বিবেচনা করে মনে করি যে হাইকোর্ট এবং ট্রাইব্যুনাল দ্বারা উত্তরদাতার পক্ষে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা 29.8.2005-এ কমিটি দ্বারা নথিভুক্ত তথ্যগত ফলাফলের বিপরীত। কমিটির প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ করা হয়েছে যে আবেদনকারী তার দাবির সমর্থনে মূল রেকর্ড তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কমিটি আরও উল্লেখ করেছে যে শংসাপত্রগুলি অননুমোদিতদের দ্বারা জারি করা হয়েছিল। ব্যক্তি এবং এই ধরনের নথির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

20. এই পর্যায়ে, 1989 সালের 5 (1) ধারাটি উদ্ধৃত করা উপযুক্ত। প্রকল্প যা নৈমিত্তিক শ্রমিকদের অস্থায়ী মর্যাদা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে।

" 5. অস্থায়ী মর্যাদা (1) সমস্ত অস্থায়ী শ্রমিকদের অস্থায়ী মর্যাদা প্রদান করা হবে। বর্তমানে কর্মরত এবং যারা কমপক্ষে এক বছরের অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান করেছেন যার মধ্যে তারা অবশ্যই 240 দিনের জন্য (সপ্তাহে পাঁচ দিন পালনকারী অফিসের ক্ষেত্রে 206 দিন) নিযুক্ত থাকতে হবে, এই ধরনের নৈমিত্তিক শ্রমিকদের নিম্নরূপ মনোনীত করা হবে অস্থায়ী মজদুর "। উপরের ধারাটি স্পষ্ট করে দেয় যে আবেদনকারীর প্রয়োজন ছিল একটি নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার বছরে 240 দিনের জন্য নিযুক্ত থাকতে হবে। কমিটির অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, উত্তরদাতা একটি ক্যালেন্ডার বছরে সর্বোচ্চ 38 দিন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অযোগ্য ছিলেন।

21. ট্রাইব্যুনাল তার আদেশে (25.8.2015) উমা দেবীর (উপরে) ডি রায়ের উপর নির্ভর করে 1989 থেকে 1998 সালের মধ্যে 240 দিনের নিয়োগ গণনা করার জন্য চাকরির সময়কাল বিবেচনা করেছে। তবে, যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করার এই পদ্ধতিটি উমার অনুপাত থেকে সমর্থন পায় না দেবী। এটি বোঝার জন্য, আমরা বিচারপতি পি. কে. বালাসুব্রমণ্যনের মতামত পড়ে উপকৃত হই, যিনি সংবিধান বেঞ্চের পক্ষে কথা বলেছেন, অনিয়মিত নিয়মের বিষয়ে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন। এককালীন পরিমাপ হিসাবে নিযুক্ত শ্রমিক,

53. ..... এস. ভি. নারায়ণপ্পা [(1967) 1 এস. সি. আর 128 এ. আই. আর 1967 এস. সি 1071], আর. এন. নানজুন্দাপ্পা [(1972) 1 এস. সি. সি 409 (1972) 2 এস. সি. আর 799] এবং বি. এন. নাগরাজন [(1979) 4-এ বর্ণিত অনিয়মিত নিয়োগ (অবৈধ নিয়োগ নয়) থাকতে পারে। এসসিসি 507: 1980 এস. সি. সি (এল অ্যান্ড এস) 4: ( 1979 ) 3 এস. সি. আর 937] এবং উপরের 15 নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত, যথাযথভাবে অনুমোদিত শূন্য পদে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হতে পারে এবং কর্মচারীরা আদালত বা ট্রাইবুনেলের আদেশের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দশ বছর বা তার বেশি সময় ধরে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এই ধরনের কর্মচারীদের পরিষেবা নিয়মিতকরণের প্রশ্নটি এই রায়ের সাথে সম্পর্কিত এবং এর আলোকে এই আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করা নীতির আলোকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হতে পারে। সেই প্রেক্ষাপটে, ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং তাদের সহায়ক সংস্থাগুলিকে এককালীন ব্যবস্থা হিসাবে অনিয়মিতভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিষেবা নিয়মিত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেও কুমার রায় [হৃষিকেশ রায়, জে।]

যথাযথভাবে অনুমোদিত পদে দশ বছর বা তার বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন কিন্তু আদালত বা ট্রাইবুনেলের আদেশের আড়ালে নয় এবং আরও নিশ্চিত করতে হবে যে অস্থায়ী কর্মচারী বা দিনমজুরদের বর্তমানে নিয়োগ করা হচ্ছে এমন ক্ষেত্রে যে শূন্য অনুমোদিত পদগুলি পূরণ করা প্রয়োজন সেগুলি পূরণ করার জন্য নিয়মিত নিয়োগ করা হয়। এই তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে প্রক্রিয়াটি শুরু করতে হবে। আমরা এটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, নিয়মিতকরণ, যদি ইতিমধ্যেই করা হয়ে থাকে, কিন্তু বিচারাধীন না হয়, তা হলে এই রায়ের ভিত্তিতে পুনরায় চালু করার প্রয়োজন নেই, তবে সাংবিধানিক আইনকে আর উপেক্ষা করা উচিত নয়। সাংবিধানিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে নিযুক্ত না হওয়া ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়মিতকরণ বা স্থায়ী করা।

22. উপরের অনুপাতটি যেমন দেখা যায়, তা ছিল অনিয়মিত। উত্তরদাতা। এটিও দেখা যায় যে ট্রাইব্যুনাল তার আদেশে (22.01.2010), অন্যান্য আবেদনকারীদের মধ্যে উত্তরদাতার নিয়মিতকরণের দাবি খারিজ করার সময়, তাতে স্বীকারোক্তি উল্লেখ করেছিল যে তারা কোনও বছরে 240 দিনের নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেনি। অবশেষে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আবেদনকারীরা কোনও দুর্বলতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল কমিটির ফলাফল। সমাপ্তির জন্য, আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ট্রাইব্যুনালের উপরের আদেশে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল এবং হাইকোর্ট দ্বারা রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল, যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছিল।

23. পরিস্থিতি এমন হওয়ার কারণে, বিতর্কিত রায়গুলি তারিখযুক্ত 31.5.2018 এবং হাইকোর্টের 4.6.2019 এবং টি. এ. নং. 30/2009-এ ট্রাইব্যুনালের 25.8.2015 তারিখের আদেশও টেকসই নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী এগুলি আলাদা করে রাখা হয় এবং বাতিল করা হয়।

. 24.খরচের উপর কোনও আদেশ ছাড়াই উপরের আদেশের সাথে আপিল অনুমোদিত।

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

**দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো
গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Sukanta Sen**